দুষ্টু ছেলে

জাকির আবু জাফর

দুষ্টু ছেলে

জাকির আবু জাফর

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩৬৮ (শিশু সাহিত্য-৫)

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ মুনমুন জাকির

১ম প্রকাশ
একুশে বই মেলা ২০০৬

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ রোমেল

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রিয় শিল্পী
হামিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

চাঁদের ভেলা
কালের সমুদ্র
নন্দিত বেদনা
মুখোমুখি আজীবন
দোয়েল পাখির গান
ফুলে ফুলে দুলে দুলে
ভাঙো বাঁশি এই নিরালা
জোসনারা সারারাত
বৃষ্টির বৃত্তান্ত শোনে রাতের আকাশ
চাঁদ
রাত ও রৌদ্র
আকাশের ওপারে আকাশ
বনের পাখি মনের পাখি
লাল নীল প্রজাপতি
জোনাকি আগুন
এক রাখালের গল্প

www.pathagar.com

দুষ্টু ছেলে

পাশের বাড়ির বরই গাছে
যেই মেরেছি ঢিল
হঠাৎ ঘাড়ে পড়লো এসে
দশ কেজি এক কিল।

ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছি বাবা!
নয়তো পাকা তাল
ঠিক পেছনে আম্মু খাড়া
চোখ দুটো লাল লাল।

রাগের চোটে আম্মু যেন
ভয়ংকর এক যম
থরথরিয়ে কাঁপছি ভয়ে
আর সরে না দম।

কানের লতি ধরলো চেপে
বললো বাড়ি যা
পরের গাছে ঢিল ছুঁড়েছিস
ভাঙবো মেরে পা।

www.pathagar.com

কোথায় পেলি এমন স্বভাব
চুরিদারির মন
সকাল বিকাল
বন বাদাড়ে
ঘুরিস সারাক্ষণ।

দুষ্টুমিতে পাক্কা ভারি
লেখা পড়ায় ফাঁক
সারাটা দিন বনেই কাটে
তাড়িয়ে পাখির ঝাঁক।

আজ দেখাবো কত রোদে
কেমন ঝরে ঘাম
বেতের লাঠি ঘুঁচিয়ে দেবে
তোর যতো বদনাম।

মাপ করো মা শিক্ষা হল
পণ করেছি আজ
আর যাবো না ভুলের পথে
থাকতে চোখে লাজ।

www.pathagar.com

আম্মু হেসে বলেন বেটা
মাপ করেছি যা
বাজার থেকে বরই এনে
ইচ্ছে মতন খা।

লোভের বশে ভাঙবে না আর
পরের গাছের ডাল
লোকের মুখে শুনবে কেন
মন্দ যত গাল।

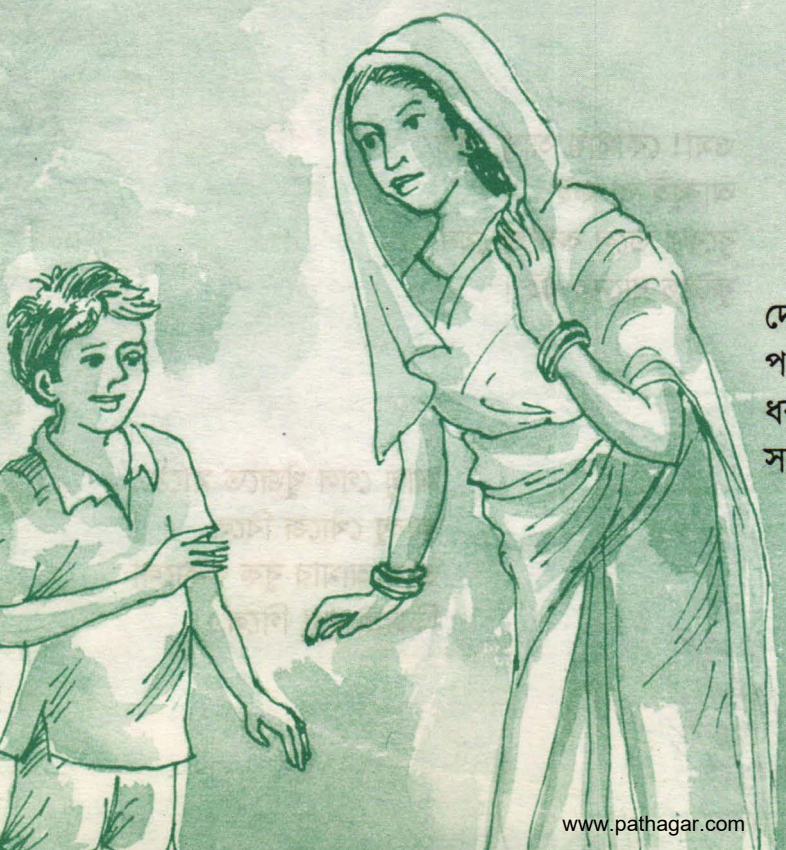

দোয়া কর মা আমাকে
পণ করেছি পণ
ধরবো না আর পরের জিনিস
সাত মানিকের ধন।

www.pathagar.com

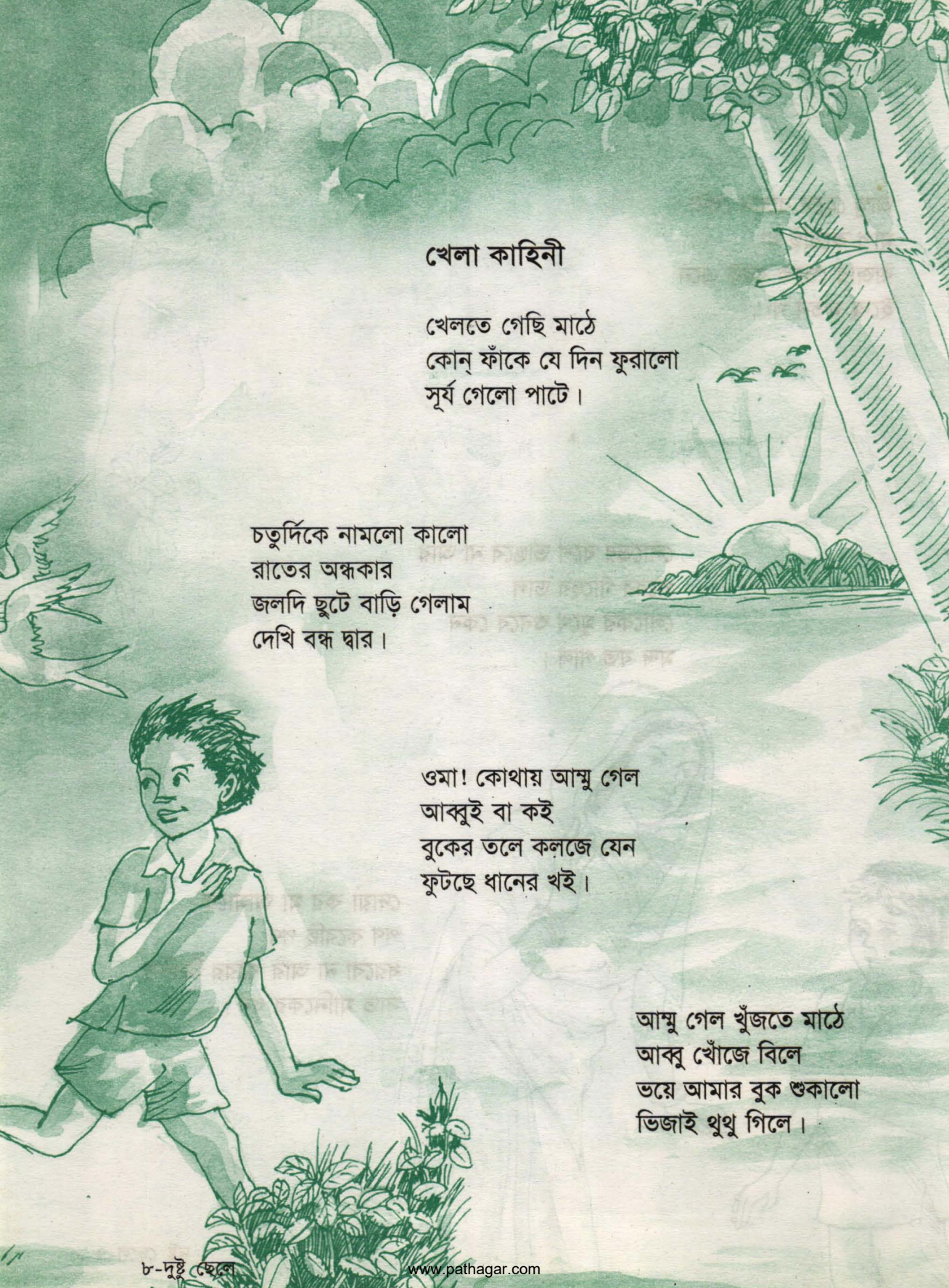

খেলা কাহিনী

খেলতে গেছি মাঠে
কোন্ ফাঁকে যে দিন ফুরালো
সূর্য গেলো পাটে।

চতুর্দিকে নামলো কালো
রাতের অন্ধকার
জলদি ছুটে বাড়ি গেলাম
দেখি বন্ধ দ্বার।

ওমা! কোথায় আম্মু গেল
আব্বুই বা কই
বুকের তলে কলজে যেন
ফুটছে ধানের খই।

আম্মু গেল খুঁজতে মাঠে
আব্বু খোঁজে বিলে
ভয়ে আমার বুক শুকালো
ভিজাই থুথু গিলে।

www.pathagar.com

ফিরলো দুজন বিমুখ হয়ে
ঝরে অশ্রুধারা
আমি তখন দেয়াল ঘেঁষে
দরজা ধরে খাড়া।

আব্বু দিলো মার
বাঁচাও দেরী করে বাড়ি
ফিরবো না মা আর।

পড়ার সময় পড়বো আমি
খেলার সময় খেল
ঠিক না হলে ঘরের কোণে
দিও দুমাস জেল।

আম্মু নিলো বুকে ঝেড়ে
মাঠের সাদা ধুল
আঁচল টেনে চোখ মুছে কন
করিসনে আর ভুল।

www.pathagar.com

নবাগত

আট থেকে দশ হবে
বয়সটা তার
বাঁক ঘুরে খাড়া হয়ে চায় বার বার।

জিজ্ঞেস করে বুড়ো
তোমার কি নাম ?
চোখ লাল করে বলে,
নাম দিয়ে কাম ?

কাম নেই ঠিক,
তবে কেন পিট্‌পিট্ চাও চারদিক ?
এপাড়ায় নিশ্চয় নবাগত আজ
কোন্ দ্বারে যাবে বাপু কার সাথে কাজ ?

ওরকম কাজ নেই, রাস্তায় রোজ
ঘুরে দেখি অসহায় মানুষের খোঁজ,

আকাশের নীচে থাকে
নেই কারো ঘর
খালি পেটে রাত কাটে
রাখো সে খবর ?
বয়স হয়েছে দশ তাতে হল কি ?
মানুষের সেবা করে বেশ পেকেছি !

www.pathagar.com

কথা নেই মুখে, বুড়ো করে ছট্‌ফট্‌
চোখ পাকাপাকি করে চায় কট্‌মট্‌।

আর কিছু আছে বুড়ো
তোমার বলার ?
অনুমতি দাও তবে
সামনে চলার।

নিঃশ্বাস টেনে বুড়ো বলে
কলি কাল
বেয়াদব ছেলেপেলে
কে দেবে সামাল।

আবুঝ হয়েছো বুড়ো সে কি করে হয়
মানুষের কথা বলা বেয়াদবী নয়।

নাওয়া নেই খাওয়া নেই
কষ্টের বাস
কাক টানাটানি করে
মানুষের লাশ।

www.pathagar.com

কথা বল ক্যান্
ক্ষুধাতুরে দাও নাকি এতটুকু ফ্যান ?
সাততলা বিল্ডিংএ সুখে তোল সুর
ভিক্ষুক গেলে দ্বারে বল দূর দূর।

ছোট মুখে বড় কথা
তুই ছেলে কস
ডাণ্ডার বাড়ি খেলে
ঝরে যাবে রস।

দেব তোরে ফোন করে
পুলিশে এখন
মিটে যাবে যত সাধ
ভাগ্যে লেখন।

চুপ করো বুড়ো তুমি করছ বড়াই
সবহারা লোক খাড়া করতে লড়াই
পালানোর পথ খোলা থাকবে না বাপ
একবার ক্ষেপে গেলে আর নাই মাপ।

তার চেয়ে এসো মিলে মিশে
করি কাজ
গড়ে তুলি নতুন এক
সুখের সমাজ।

www.pathagar.com

অর্থের লোভ ছেড়ে
ধন করো দান
সম্মান মর্যাদা বেড়ে যাবে মান।

ঠিক বলেছিস বাবা, ঠিক বলেছিস
ছোট তবু তুই ঠিক পথে চলেছিস।

আজ থেকে তোর সাথে
আমি একজন
মানুষের সেবা করে
হব নেক জন।

উজ্জ্বল মুখে ছেলে হাত তুলে কয়
আজ থেকে তুমি বীর তুমি নির্ভয়।

বুকে টেনে নেয় বুড়ো কিশোরের হাত
অবিনাশী আমাদের এই মোলাকাত।

www.pathagar.com

পাহাড়ী

লোকটি যখন পাহাড় বেয়ে নামে
একটু চলে একটু আবার থামে।

থামলে থাকে আকাশ মুখি চোখ
এক পলকে দেখে বিশ্বলোক।

এমনি করে থামলো নীচে শেষে
বললো হঠাৎ একটু খানি হেসে।

এই যে খোকা দাঁড়া
বাড়ি ফেরার নেইতো বেশি তাড়া ?
ঐযে পাশের ঝরণা পারে দুজন
চল চলে যাই শুনবো পাখির কুজন।

আমার হাতে সময় ছিলো কম
এখন যেন বন্ধ হবে দম।

কিন্তু কিছু বলার সাহস নাই
বুকের ভেতর ভয় করে সাঁই সাঁই।

www.pathagar.com

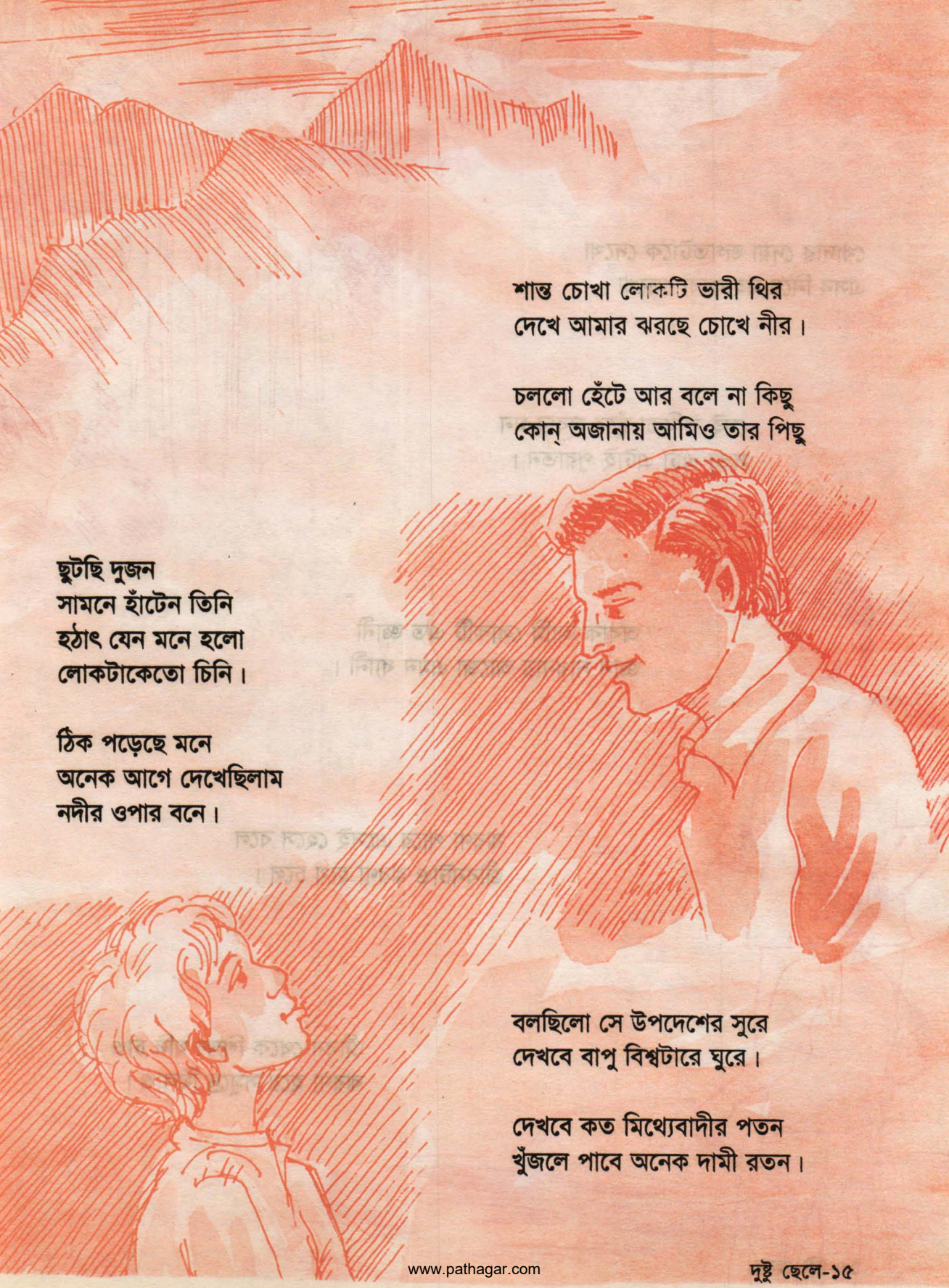

শান্ত চোখা লোকটি ভারী থির
দেখে আমার ঝরছে চোখে নীর।

চললো হেঁটে আর বলে না কিছু
কোন্ অজানায় আমিও তার পিছু

ছুটছি দুজন
সামনে হাঁটেন তিনি
হঠাৎ যেন মনে হলো
লোকটাকেতো চিনি।

ঠিক পড়েছে মনে
অনেক আগে দেখেছিলাম
নদীর ওপার বনে।

বলছিলো সে উপদেশের সুরে
দেখবে বাপু বিশ্বটারে ঘুরে।

দেখবে কত মিথ্যেবাদীর পতন
খুঁজলে পাবে অনেক দামী রতন।

www.pathagar.com

খোদার দেয়া জগতটাকে দেখো
এসব নিয়ে মহাকাব্য লেখো।

সেই কবিতা ছুঁবে সবার মন
সত্য এটা এটাই পুরাতন।

অবাক আমি লোকটি এত জ্ঞানী
জ্ঞান সাধনায় আজো এমন ধ্যানী।

ঝরণা পারে এসেই হেসে বলে
জীবনটাও ঝরণা হয়ে চলে।

জীবন থেকে শিক্ষা যদি চাও
ঝরণা হয়ে সমুদ্রে মিলাও।

www.pathagar.com

www.pathagar.com